



বাসমাহ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতাসহ আমেরিকান পরিদর্শক দলের বিশেষ সফর



পরিদর্শক দল
এবং পরিদর্শন-
কালের
কিছু চিত্র

রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির ও টেকনাফ শাখায় বাসমাহ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সমূহ পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে গত ৫ই নভেম্বর বাসমাহ প্রতিষ্ঠাতা মুহতারাম মীর হোসাইন কক্সবাজার আগমন করেন। সঙ্গে ছিলেন বাসমাহ ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি জেনারেল তুহিন মাহমুদ এবং উপদেষ্টা জনাব শাইখ আবদুল কাদির। স্থানীয় দায়িত্বশীল হাফিজুর রহমান এবং জাহাঙ্গীর আলমকে সঙ্গে নিয়ে ৬ই নভেম্বর পরিদর্শক দল প্রথম ১৪ নম্বর ক্যাম্পের ই-৫ ব্লকে অবস্থিত বাসমাহ কমপ্লেক্স সেন্টার-১ এ গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে গিয়ে প্রথম রোগীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। তাদের সুবিধা অসুবিধার কথা শোনেন, কথা বলেন বাসমাহ'য়

হন। বাচ্চাদের পড়াশোনার মান ও পারফর্ম দেখে পরিদর্শক দল সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং বাচ্চাদেরকে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেন।

সেখান থেকে ফিরে তারা হাকিমপাড়া ১৩ নং ক্যাম্পের এ-৬ ব্লকে অবস্থিত বাসমাহ কমপ্লেক্স সেন্টার-৪ এ পৌঁছান, এসময় শিক্ষাকেন্দ্রের পড়াশোনার মান ও মেডিকেল ক্যাম্পের সার্বিক অবস্থা উপস্থাপন করেন সেন্টার পরিচালক মুহাম্মদ শরীফ, সেন্টারের অবস্থা পরিদর্শন, রোগী, ডাক্তার ও ঔষধের তথ্য যাচাই করে বাসমাহ প্রতিষ্ঠাতা মুহতারাম মীর হোসাইন সাহেব দায়িত্বশীলদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং একনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। পাশাপাশি কমপ্লেক্সের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করতে পূর্বের মতই সহায়তার আশ্বাসও প্রদান করেন তিনি। সফরের ২য় দিন অর্থাৎ ৭ই নভেম্বর পরিদর্শক দল হাকিমপাড়া ১৪ নং ক্যাম্পের আর-১৮ ব্লকে অবস্থিত বাসমাহ কমপ্লেক্স সেন্টার-৩ এ আগমন করেন। রোগীদের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ, শিক্ষাকেন্দ্রের যাবতীয় দেখভাল শেষে পরিদর্শক দলটি ১৪ নং ক্যাম্পের এম-১৩ ব্লকে অবস্থিত সেন্টার-৫ এ গমন করেন।

মেডিকেল ক্যাম্পে চিকিৎসার দায়িত্বে নিয়োজিত

ডাক্তার মইনুল হোসাইনের কাছ থেকে ক্যাম্পের সার্বিক রিপোর্ট জানার পর কথা হয় চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের সঙ্গে। তারা এই সেবার জন্য বাসমাহ কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। অতপর শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার মান যাচাই করতে শিক্ষার্থীদেরকে নানা রকম প্রশ্ন করেন মীর হোসাইন সাহেব। তাদের পারফর্মে তিনি মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন। সফরের ৩য় দিন পরিদর্শক দলের সঙ্গে মিলিত হয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগত ৬ সদস্যের একটি চিকিৎসক দল। তারা বাসমাহের কার্যক্রম দেখে মুগ্ধ হয়ে পাশে থাকার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। এদিন টেকনাফে হাজারেরও বেশি মানুষের জন্য খাবারের আয়োজনে উপস্থিত থাকার পর তারা সবাই টেকনাফ শাখার সেলাইমেশিন প্রশিক্ষণ ও বাসমাহ এগ্রো প্রকল্প পরিদর্শন করেন। এরপর স্থানীয় সকল দায়িত্বশীলদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এই সংক্ষিপ্ত সফরের পরিসমাপ্তি ঘটে।



নিয়োজিত ডক্টর, নার্স ও অন্যান্য দায়িত্বশীলদের সঙ্গে।

এরপর তারা লার্নিং সেন্টারের শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি





বাসমাহ ফাউন্ডেশনকে সবাত্মক সহযোগীতা করায় BASMA USA কে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান

গত ২৯সে অক্টোবর বাসমাহ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও বাসমাহ ইউএসএ-এর সিইও জনাব মীর হোসাইন দেশে আগমন করেছেন। ৩ই নভেম্বর বাসমাহ ফাউন্ডেশন চেয়ারম্যান ও সকল কর্মকর্তাদের



পক্ষ থেকে সবাত্মক সহযোগীতাকারী সংস্থা হিসেবে বাসমাহ ইউএসএকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করা হয়। ইউএসএর পক্ষ থেকে সংস্থার সিইও মীর হোসাইন সাহেব শুভেচ্ছা স্মারক গ্রহণ করেছেন।

BASMA USA এর CEO মীর হোসাইন এর সঙ্গে বাসমাহ ফাউন্ডেশনের বিশেষ মিটিং

গত ৩ই নভেম্বর বাসমাহ ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়ে দাতা সংস্থা BASMA USA-এর CEO মুহতারাম মীর হোসাইন এর সঙ্গে বাসমাহ ফাউন্ডেশন পরিচালনা কমিটির বিশেষ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এসময় বাসমাহ ফাউন্ডেশনের সভাপতি প্রফেসর মীর মোহাম্মদ দিলওয়ার হোসাইন, সেক্রেটারি জেনারেল তুহিন মাহমুদ, মীর মোজাম্মেল হুসাইন সহ অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। মিটিংয়ে বাসমাহ ফাউন্ডেশনের সম্পন্ন হওয়া এবং চলমান প্রকল্প সমূহ প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়। সংস্থার সকল কার্যক্রম দেখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন বাসমাহ প্রতিষ্ঠাতা ও উপদেষ্টা মীর হোসাইন সাহেব।



ময়মনসিংহে ফ্রি সেলাইমেশিন বিতরণ



বাসমাহ ফাউন্ডেশন দেশব্যাপী মেডিকেল ক্যাম্প, লার্নিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, ত্রাণ বিতরণসহ নানামুখী সেবা মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সুবিধা বঞ্চিত নারীদের সহায়তার লক্ষ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে ইতোমধ্যে সেলাইমেশিন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন।

গত ১০ই নভেম্বর রবিবার ময়মনসিংহের ভাড়েরা গ্রামে বাসমাহ'র সেলাইমেশিন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে উত্তীর্ণ ১০ জন নারীর মাঝে ফ্রি সেলাইমেশিন বিতরণ করা হয়েছে। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আলেম মাওলানা লাবীব আবদুল্লাহ, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন ২৬ নং ওয়ার্ড শাখার কাউন্সিলর আলহাজ্ব শফিকুল ইসলাম শফিক, জনাব নাজমুল হক বাচ্চু, আরিফুল ইসলাম, জনাব আলম মিয়া, এমদাদুল হক খোকনসহ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। বর্তমান দিনাজপুর, লালমনিরহাট, কক্সবাজার, সিরাজগঞ্জ ও ময়মনসিংহে সেলাইমেশিন প্রশিক্ষণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। পর্যায়ক্রমে আরো নতুন শাখা খোলা হবে ইনশাআল্লাহ।



বাসমাহ কমপ্লেক্স সেন্টার-১ এর পরিধি সম্প্রসারণ

বাসমাহ কমপ্লেক্স (লার্নিং সেন্টার, মেডিকেল ক্যাম্প) সেন্টার -১, রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে বাসমাহ যে ছয়টি কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করেছে এটি তার অন্যতম। বাসমাহ পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা মান দেখে উত্তরোত্তর শিক্ষার্থী সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনই আমাদের প্রতি আস্থা রেখে মেডিকেল ক্যাম্পেও বেড়েছে রোগীদের সংখ্যা। কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা আমাদের জন্য বরাদ্দ ছিলো না। আলহামদুলিল্লাহ অবশেষে ক্যাম্প দায়িত্বশীল থেকে

বাসমাহ কমপ্লেক্সের পরিধি সম্প্রসারণের অনুমতি মিলে যাওয়ায় তৎক্ষণাত্ কাজ শুরু করা হয়েছে। এব্যাপারে ক্যাম্প থেকে সংবাদ দাতা বাসমাহ ফাউন্ডেশনের প্রজেক্ট ম্যানেজার জাহাঙ্গীর আলম জানান, এখানে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের কষ্টের মাত্রাটা একটু বেশিই ছিলো। পর্যাপ্ত জায়গার অভাবে অনেকেই চিকিৎসার জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেন। এদিকে বাচ্চাদের ক্লাসরুম থাকায় সেখানে রোগীদের পাঠানোরও

কোনও সুযোগ নেই, তাই বেশ কিছুদিন ধরে আমরা ক্যাম্প দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে আসছিলাম। অবশেষে ইতিবাচক সাড়া পেয়ে আমরা কাজে হাত দেই। আশা করা যায় এখন রোগীদের দুর্ভোগের মাত্রা অনেকটাই কমে আসবে। আমরা আরও আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, চিকিৎসা মান বৃদ্ধির পাশাপাশি শীঘ্রই ইসিজি সহ বিভিন্ন মেডিকেল টেস্টের সরঞ্জাম বৃদ্ধির পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করতে যাচ্ছি।



রাখাইন তথা আরকানে বাস্তুভিটা হারিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে আসা প্রতিটি মানুষের জীবনই যেন এক দুঃখগাঁথা উপন্যাস!

তবুও জীবন থেমে থাকে না। বেঁচে থাকার লড়াইটা চালিয়ে যেতে হয় মৃত্যু পর্যন্ত। কিন্তু লড়াইটা একেক জন মানুষের জীবনে একেক রকম হয়। নাগরিকত্ব হারানো এসব মানুষের পক্ষে চাইলেই স্বাধীনভাবে কিছু করা সম্ভব নয়। চাইলেই সম্ভব নয় পরাধীনতাকে পদানত করা। তাদের জীবনে পদে পদে রয়েছে হাজারো সীমাবদ্ধতা।

সুবিধাবঞ্চিত এসব মানুষের পাশে দাঁড়াতে বাসমাহ সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টাটা চালিয়ে যাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ, মহান আল্লাহ তাআলার অশেষ কৃপায় গত ৮ই নভেম্বর কক্সবাজারের টেকনাফে ১হাজারেরও বেশি শরণার্থীকে বাসমাহর পক্ষ থেকে দুপুরের খাবার পরিবেশন করানো হয়েছে। ভোর রাত থেকেই

হাজারেরও বেশি দুঃস্থ মানুষকে ফ্রি খাবার পরিবেশন



নিরলসভাবে কাজ করে গিয়েছে বাসমাহ দায়িত্বপ্রাপ্ত টিম। বাদ জুমআ খাবার পরিবেশনের সময় উপস্থিত ছিলেন বাসমাহ প্রতিষ্ঠাতা মীর হোসাইন সাহেব, সেক্রেটারি জেনারেল তুহিন মাহমুদ, বিশেষ মেহমান শাইখ আবদুল কাদিরসহ যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগত ৬জন সদস্যের একটি চিকিৎসক দল, তারাও বাসমাহর এই আয়োজন পরিদর্শন করে সম্ভৃষ্টি প্রকাশ করেন।



সামর্থ্যহীন নারীদের মাঝে ফ্রি স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ প্রকল্প

রোগের আশংকার কথাও অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা বলেছেন।

গবেষণার ফল বলছে এব্যাপারে বাংলাদেশে সচেতনতার প্রচণ্ড অভাব রয়েছে।

তাই বাসমাহ ফাউন্ডেশন অসচেতন, সুবিধাবঞ্চিত ও সামর্থ্যহীন নারীদের মাঝে বিনামূল্যে স্যানিটারি

ন্যাপকিন বিতরণের কর্মসূচি নিয়ে অচিরেই মাঠে নামছে ইনশাআল্লাহ। এব্যাপারে বাসমাহ সেক্রেটারি তুহিন মাহমুদ বলেন, আমাদেরকে মা ও বোনদের ভালো থাকা আগে নিশ্চিত করতে হবে। একটি সুস্থ প্রজন্মের জন্য একজন সুস্থ মা জরুরী। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো আমাদের সমাজে অনেকেই সামর্থ্য না

থাকা এবং অসচেতনতার কারণে নারী স্বাস্থ্যের প্রতি যথাযথ যত্ন নিতে পারছেন না। ফলে অনিবার্যভাবে রোগীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই আমরা এই কার্যক্রম নিয়ে কাজ করার আগ্রহ করেছি, আশা করি এরমাধ্যমে কিছুটা হলেও সচেতনতা সৃষ্টি হবে। এবং কিছু অভাবী মানুষের প্রয়োজন মিটেবে।

পিরিয়ড বা মাসিক নারী জীবনের একটি স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক বিষয়।

তবে এসময় অজ্ঞতা ও অসচেতনতার কারণে অনেক নারীই নানান রোগে আক্রান্ত হন।

আবার অনেকে অর্থাভাবে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করতে পারেন না। অপরিচ্ছন্ন ও জীবানুযুক্ত ন্যাকড়া ব্যবহারের ফলে মাতৃত্ব হারানো-সহ ক্যাপারের মত ভয়াবহ

যোগাযোগ

Phone: +8801709-258625
basmahfoundation@gmail.com

fb.com/basmahfoundation
http://www.basmah-bd.org

সাদিপুর, বড়নগর, সোনারগাঁ,
নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

